যুগান্তর

তারিখ ... 13 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

যত ভয় গণিতে

ইন্দ্রজিৎ রায়, *যশোর ব্যুরো*

সৃজনশীল পদ্ধতিতে যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি ভয় গণিত নিয়ে। তারা জানায়, পরীক্ষায় গণিতের প্রশ্নপত্র কেমন হবে তা নিয়ে আতংক বিরাজ করে সব সময়। তবে বই যুগোপযোগী করা ও শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গণিতের এই ভয় কাটানো সম্ভব বলে মনে করেন শিক্ষকরা। এছাড়া সৃজনশীলের সফলতার জন্য যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং গাইড বই বন্ধ করতে হবে। তাহলে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটবে বলে মনে করেন বিদ্যালয়টির শিক্ষকরা।

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

১৯৩৫ সালে বিদ্যালয়টিতে ১ হাজার ৯৬৪ জন ছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ৫১ জন। বিদ্যালয়টির নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী রুপা দাস জানায়, সবচেয়ে বেশি ভয় করে গণিতের প্রশ্ন নিয়ে। পরীক্ষার আগে কোনো রকমের ধারণা করতে পারি না প্রশ্ন কেমন হবে। তাই পরীক্ষার আগে থেকেই নার্ভাস হয়ে যাই। পরীক্ষার প্রশ্নে একধাপে ভুল হলে সবগুলো ভুল হয়। নবম শ্রেণীর বাণিজ্য বিভাগের রিপা খান ও মানবিক বিভাগের নুসরাত বিনতে আনোয়ার জানায়, গণিতের সৃজনশীল কঠিন মনে হয়। সৃজনশীলের দক্ষতামূলক প্রশ্নের উত্তর করাটা কঠিন হয়ে যায়।

গণিতে মাস্টার ট্রেইনার ও সহকারী শিক্ষক শিরিনা খাতুন বলেন, গণিতে শিক্ষার্থীরা মৌলিক জ্ঞানে দুর্বল। তেমনি শিক্ষকদেরও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানে দুর্বলতা আছে। সৃজনশীলে শিক্ষকরা বেশি সময় দেন না। অনেক শিক্ষক সৃজনশীল বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে ক্লাসে পাঠদানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে হুবহু গাইড বই থেকে প্রশ্ন তুলে দেন। এতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল মেধার বিকাশ হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, পাঠদানে শিক্ষকদের বেশি মনোযোগী হতে হবে। একই সঙ্গে মূলবইয়ে পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কারণ গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সৃজনশীল পদ্ধতির বিকল্প নেই।

নতুন একটি পদ্ধতি চালু হওয়ায় নানা প্রতিবন্ধকতা আছে উল্লেখ করে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক (চলতি) লুৎফুন নাহার

গণিতে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

গণিতে : যত ভয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি খুব ভালো। কিন্তু দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর
পূর্বশর্তগুলো পূরণ করা হয়নি। যেমন— শিক্ষক, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরন ও
অবকাঠামোগত উন্নয়ন। শহরের তুলনায় গ্রামের স্কুলগুলোতে সমস্যা আরও বেশি। সমস্যাগুলো
কাটিয়ে উঠতে পারলেও সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটবে। সৃজনশীল
পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো পাঠ্যবই পড়ে না উল্লেখ করে ইসলাম শিক্ষার মাস্টার ট্রেইনার
সহকারী শিক্ষক সোহেল উদ্দিন বলেন, এজন্য পরীক্ষার খাতায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী জ্ঞানমূলক ও
অনুধাবন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সবাই মনে করে নিজে বানিয়ে লিখবে। এজন্য তারা মূলবই
পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। গাইড বই পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হবে না বলে মনে করেন
সহকারী শিক্ষক মির্জা হারুন অর রশিদ। তিনি জানান, গাইডে শিক্ষার্থীরা মূলবইয়ের চেয়ে বাড়তি
কিছু পেয়ে থাকে। গাইডে অনেক কিছু গুছিয়ে দেয়া থাকে। এজন্য তারা গাইড বইয়ে ঝুঁকে পড়ে।

কাল ছাপা হবে : যশোর নওয়াপাড়া শংকরপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়